প্রধানমন্ত্রীর হুংকার, ভাতিজার অহংকার, মান্নান ভুঁইয়ার কা কা, আর মুজিববিহীন স্বাধীনতা..

সদেরা সুজন

আমার লেখালেখি শুর" সেই কবে ১৯৮১ সাল থেকে। প্রথমে সৌখিন তারপরে পেশাগত এবং এখন ফ্রিল্যান্স। দেশের সরকার পরিবর্তনের কতো পালা দেখলাম। কখনো গণতন্ত্রের নামে স্বৈরাচার, কখনো গণ ভোটের নামে গণ ডাকাতি। এমনকি বিএনপি-জাতীয়পার্টি এবং আওয়ামী লীগের শাসনামলে আমার কলম বন্ধ হয়ে থাকেনি। দেখলাম স্বৈরাচারী জিয়া-এরশাদের নতুন দল গঠনের নামে কী করে শত শত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে তর"ন-যুব সমাজ আর সাধারণ মানুষকে দিকভ্রান্ত করতে, দেখিছি জিযা-এরশাদ কীকরে-ছাত্র-যুবাদের অস্ত্র আর অর্থ দিয়ে বিপথে চালাতে, বলতে গেলে অসৎ রাজনীতির জনক এই দুই স্বৈরাচার ধর্মের নামে দেশ ও দেশের মানুষকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। নিজের বিবকে আর জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যা ভালো ভেবেছি দেশের জনগণের জন্য লিখেছি কিন্তু আজকের বাংলাদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখলে এমন কষ্ট হয় যে এমন দুঃসহ দুর্দিনের মুখোমুখি দেশবাসী আর কখনো হয়নি যা আমরা দেশে-বিদেশে যেখানেই অবস্থান করিনা কেন তা সহজেই অনুমেয়। আজ দেশের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই, আজ মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর কোন গেরান্টি নেই। আজ মানুষের স্বাধীকার নেই, আজ মানুষের কথা বলার সুযোগ নেই। আজ মানুষের মানবিক অধিকার নেই। আজ মানুষের সত্য বলার অধিকার নেই। সারা দেশের মাটি মানুষ, আকাশ বাতাস সবই যেন এক অন্ধকারের গহীন গহ্বরে নিমজ্জিত হতে চলছে। আজ যেন এক ভয়ঙ্কর দানব গ্রাস করছে তাবৎ দেশ। তাদের হুংকারে কাঁপছে দেশ জনপদ আর জনগণ।

আমাদের প্রিয় ভাবীজান বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইদানীং বিরোধী দলের প্রতি বড় বেশী হুংকার দি"ছেন। তাঁর হুংকারে বাংলাদেশ কাঁপছে, কাঁপছে বাংলাদেশের মানুষ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হ"ছে দেশের অপ্রতিরোধ্য হত্যাযজ্ঞ-ধর্ষণ-দুর্নীতি-গ্রেনেড হামলা-বোমা হামলা- নির্যাতন-দখল- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যাচার-ইতিহাস বিকৃতিসহ দ্রব্যমুল্যের লাগামহীন গতি-ক্রসফায়ারের নামে মানুষ হত্যা-সংখ্যালঘু নির্যাতনের কারণে যখন দেশের মানুষ নাভিশ্বাস উঠেছে, তখন সার্বিক আইনশৃ•খলা অবনতির কারণে বিরোধীদল যখন এক হয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনের তীব্র প্রস্তুতি নি"ছে তখন প্রধানমন্ত্রী বেসামাল হয়ে উল্টাপাল্টা বুলি উড়া"ছেন। বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী হয়েও অগণতান্ত্রিকভাবে স্বৈরাচারী কথা বলছেন। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জঘন্য মিথ্যাচার ছাড়াও শক্তি প্রদর্শনে মত্ত হয়ে পড়েছেন।

এই তো সেদিন প্রধানমন্ত্রী একটি জনসভায় বলেছেন (সম্ভবত ইত্তেফাক ১৩/২/২০০৫) বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দেশে 'বিএনপি আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় না গেলে কোন নেতা-কর্মীরাই দেশে-বিদেশে পালিয়েও প্রাণ রক্ষা করা যাবে না' এরপর বলেছেন বিএনপির প্রতিটি নেতাকর্মীকে প্রস্তুত হতে হবে যাতে যে কোন উপায়ে ক্ষমতা যেতে হবে। পাঠক, তাহলে বুঝুন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিভাবে তার দলের নেতাকর্মীদেরে উসকানী দি"ছেন বিরোধী দলের বির"দ্ধে। প্রধানমন্ত্রী নিজে বুঝতে পারছেন যে বিএনপি জামাত জোট সরকার দেশ চালাতে ব্যর্থ, তাদের স্বৈরাচারী আর মৌলবাদী তান্ডবে দেশবাসী আজ অসহায়, সারাদেশের মানুষ আজ সরকার বিরোধী হয়ে উঠছে ফলেই তিনি আগামী নির্বাচনে ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতায় যাবার জন্য মনবাসনা ব্যক্ত করেছেন। আবারো ১৫ই ফেব্র"য়ারীরর মতো ভোটার বিহীন জয়ী হতে চান। অতি সম্প্রতি ত্রিশালের একটি সভায় (বাংলাদেশের সকল দৈনিক ২/৩/২০০৫) তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগের সরকার বিরোধী আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করে বলেছেন 'ওদের ক্ষমতায় আসার পথ চিরতরে

র"দ্ধ করে দিতে হবে, ওরা যাতে আর কোনদিন ক্ষমতায় না আসতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।' প্রিয় পাঠক, আশা করি বুঝতে অসুবিধা হ"ছে না কি মারাত্মক অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিরোধী এবং সংবিধান বিরোধী কথা তিনি বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর মতো একটি দেশের সর্বউ"চ পদে অবস্থান করে। স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধ তথা মুক্তমনের মানুষ-বিরোধী দলীয় নেতাকর্মী আর সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞ চালিয়ে যাবার প্রকাশ্যে হুমকি দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই হুংকারের ধারাবাকিতার বিহিঃপ্রকাশ ঘটছে র‍্যাব-ক্যাট-চিতা বাঘ আর ক্যাডার পুলিশ দিয়ে অপ্রতিরোধ্যভাবে সারাদেশে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মী হত্যানিধনযজ্ঞ। আমাদের ভাবীজানের এগুলো নতুন উক্তি নয়, তিনি ক্ষমতা হারালে কিংবা হারানোর পুর্ব সংকেত পেলেই উন্মাদ হয়ে উঠেন, তিনি বিগত সময়ে বলেছিলেন 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে দেশ ভারত হয়ে যাবে, দেশে আযানের ধ্বণি শোনা যাবে না উলুধ্বণি শোনা যাবে' কিন্তু আওয়ামী লীগ ৫ বছর ক্ষমতায় ছিলো দেশ ভারত হয়নি এবং মসজিদে উলুধ্বণিও শোনা যায়নি ফলে অনেকেই জানে উনার ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মিথ্যাচার একটি নৈতিক স্বভাব। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর এসব বিপদজনক উক্তির জন্যই দেশে বারে বারে গ্রেনেড হামালা বোমা হামলা হ"ছে, বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ সব আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদেরে হত্যার পরিকল্পনা করা হয় যার বহিঃপ্রকাশ ২১শে আগষ্ট ২০০৪, কারণ শেখহাসিনাসহ সকল আওয়ামী লীগ নেতাদেরে হত্যা করলে বিএনপি চিরস্থায়ী ক্ষমতায় থাকার পথ উন্মুক্ত হবে ফলেই তিনি এ কাজ করে যা"ছেন।

এবার আসি বিএনপি দল ঘোষিত যুবরাজ আমাদের প্রিয় ভাতিজার কথায়। তিনি ইদানীং সারা দেশে জেলা পর্যায়ে বিএনপির ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলন করছেন যেভাবে করেছিলেন তার পিতা মরহুম জিয়াইর রহমান সাহেব, শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে ছাত্র-যুবাদেরকে লোভ লালসা দেখিয়ে বিপথে চালিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমানের মতই ভাতিজা তারেক টাইস্যুট আর কালো চশমা পড়ে তিনি ইউনিয়ন সম্মেলনে যোগ দি"ছেন আর সিনিয়র মন্ত্রীরা তার বন্ধনা করতে করতে প্রানান্ত হয়ে যা"ছেন, যা দেখছি সুদুর প্রবাসে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল গুলোতে, যা হাসির জন্ম দেয়। সারা দেশে যখন খাদ্যাভাব, বিশেষ করে যখন উত্তরাঞ্চলে বুভুক্ষু মানুষের আর্তক্রন্দনে বাতাষ ভারী হ"ছে একমুঠু অন্নের জন্য মানুষ কাঁদছে, যখন দেশের ফান্ডে অর্থাভাব, যখন অর্থাভাবে সরকারী কর্মচারীর বেতন দেওয়া সম্ভব হ"ছে না তখন তারেক রহমান কালো চশমা পড়ে সরকারের শত শত কোটি টাকা খরচ করে ইউনিয়ন সম্মেলন করছেন যেভাবে তার পিতা জিয়াউর রহমান কোটি কোটি টাকা খরচ করে কালো চশমা আর টাই পড়ে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে যুব সম্মেলন, গ্রাম সরকার সম্মেলন, আর খাল খনন কর্মসুচীর নামে জনগণের কলিজা খনন কর্মসুচী করেছিলেন। তারেক জিয়া প্রতিটি জেলার প্রতিনিধি সম্মেলনে কোটি কোটি টাকা সরকারে তহবিল থেকে নিয়ে প্রতিটি জেলাকে জিয়া-খালেদা জিয়া আর তারেক রহমানের ছবি দিয়ে ভরে তুলছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন বেলুন উড়িয়ে। তারেক জিয়া দম্ভসহকারে বলছেন বিএনপিকে হারানোর মতো কোন শক্তি বাংলাদেশে নেই। স্বঘোষিত যুবরাজ হয়তো জানেননা ইতিহাস কিন্তু তাই বলেনা, আজ ক্ষমতায় আছেন, দেশের কোটি কোটি টাকা একটি ফোনে আয় হ"ছে, থাকছেন ক্যান্টনমেন্টে, চালা"ছেন হাওয়া ভবনের মতো হিটলারী কায়দায় গেষ্টাপী বাহিনী, চোখের পলক পড়তে না পড়তেই হয়ে গেছেন ভাঙ্গা ব্রিপকেস থেকে শত শত কোটি টাকার মালিক কিন্তু এই দিন এই সময় কি চিরদিন থাকবে? আর যারা দলছুট পতিতা নেতারা তাকে আজ কদমবুঁচি করে তারেক পুজায় নেমেছে সরকার ক্ষমতা হারালে ক'জনকে পাওয়া যাবে?

এবার দেখা যাক দলছুট ক্ষমতালোভি একসময়ের বাম নেতা মান্নান ভুঁইয়ার কা কা'র উপখ্যান। সময়ের দলবদল করা এক চরিত্রহীন রাজনৈতিক নেতা আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া। ইদানীং তিনি বিরামহীন কা কা করছেন প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনেই বেশী। ঢাকার কোটি কোটি কাকও মনে হয় এই অকারণে কা কা করছে না যতটুকু তিনি করছেন। যা করছেন তার অধিকাংশই মিথ্যাচার, কাল্পনিক এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য জঘন্য মিথ্যাচার। তিনি বলেছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী জননেতা কিবরিয়া হত্যা আওয়ামী লীগেরই কাজ, ক্ষমতায় যাবার জন্য এটি একটি চক্রান্ত। কিন্তু সত্য কখনো গোপন থাকেনা, ক্ষতাসীনদের (বিএনপি-জামাত) হাতে সাময়িক জিম্মি থাকলেও সত্য উদঘাটন হয়, হয়ই। এখন দেখা যায় কিবরিয়া হত্যার মুল ষড়যন্ত্রকারী (কিবরিয়া সাহেবের সিটে তিনি সংসদ সদস্য হবার মনোবাসনায় এবং পরবর্তীতে মন্ত্রী হবার ই"ছায়) প্রধান মন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা সিলেটের কৃতিসন্তান(!) হারিস চৌধুরী তার আত্মীয় হবিগঞ্জ বিএনপির সহ-সভাপতি শহীদ জিয়া স্মৃতি কেন্দ্রীয় সভাপিতি কাইয়ুম চৌধুরীর নেতৃত্বে জননেতা কিবরিয়া কে গ্রেনেড

হামলা করে হত্যা করা হয়েছে। কারণ, হারিছ চৌধুরী জানেন তিনি তার এলাকা জকিগঞ্জে কোনদিন এমপি হতে পারবেন না, কারণ তার এলাকায় চারদলীয় অন্য একজন শক্তিশালী নেতা রয়েছেন যার বিকল্প স্বয়ং ম্যাডামই নন। সুতরাং তার বিকল্প হিসেবেই কিবরিয়ার মত আন্জর্জাতিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। আর এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে যারা জড়িত সবাই বিএনপির নেতাকর্মী।

তবুও কথা থেকে যায়, এ হত্যাকান্ড থেকে ঘাতকদেরে বাঁচানোর জন্য প্রাথমিক প্রমানিত খুণি কাইয়ুমসহ অন্যান্য অপরাধীদেরে গ্রেফতার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্ধী রেকর্ড করা হয়নি বলে পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ২১/৩/২০০৫ তারিখের বাংলাদেশের সব দৈনিকে। পাঠক বুঝতেইতো পারছেন কেন এমন করা হ'ছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রধান সচীবের ষড়যন্ত যাতে দেশবাসীর কাছে প্রচার না হয় সেজন্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে অনেকেই অভিমত ব্যাক্ত করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে দেশের যেকোন উল্লেখযোগ্য মামলায় ১৬৪ ধারায় আসামীদের জবানবন্ধী করা হয় কিন্তু বিএনপি নেতা কাইয়ুমের কেন নেওয়া হয়নি? থলের বিড়াল বের হয়ে যাবে বলেই কি?

এইতো ২২ তারিখ সারা দেশের জেলা-উপজেলায় কোটি কোটি মানুষ অকুণ্ঠচিত্তে এই সরকারের বির"দ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে 'এই সরকার আর না'। এটার কারণ কী একদিনে সৃষ্টি হয়েছে? ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পুর্বেই তাদের সুদুর পরিকল্পনানুযায়ী তত্বাবদায়ক সরকার ক্ষমতায় থাকাবস্থায়ই আওয়ামী লীগ-প্রগতিশীল নেতা-কমী এবং সংখ্যালঘুদের উপর অমানুষিক হামলা চলে ফলে দেশের প্রগতিশীলরা ভয়ে আর আতংকে কম্পমান হয়ে পড়ে, বিশেষ করে ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি-জামাত ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭১ সালের পর আর কোন দিন এমন অমানষিক হিটলারী কায়দায় বর্বরতা চলেনি। যা ঘটেছিলো ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতায় আসার পর, যা এখনো তার ধারাবাহিকতা চলছে অপ্রতিরোধ্যভাবে। শুধু কী তাই মন্ত্রীবর্গ আর নেতাদের নিলজ্জ কলংকজনক মিথ্যাচার, মন্ত্রীবর্গের আত্মীয়স্বজনদের দ্বরা খুন-ধর্ষন ছিনতাই-ডাকাতিসহ এমনকোন অপকর্ম নেই যা হ'ছে না, এইতো সেদিন পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে সরকার দলীয় চীপহুইপের সন্তান পবনে'র সন্তাসী তান্ডবের কাহিনী।

বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক আর বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখছিলামা বাংলাদেশকে আমার প্রিয় জন্মভুমিকে যেখানে র‍্যাব সদস্যরা প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি-ছিনতাই আর চাঁদাবাজি করছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক যে এখন এসব সমাজবিরোধী র‍্যাব সদস্যদেরে ক্রস ফায়ারে হত্যা করা হ'ছে না কেন? এ প্রশ্ন শুধু আমার নয় অনেকেরই। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুর রহমান বাবর একজন বিতর্কিত ব্যক্তি, তার বির"দ্ধে সোনা চোরাচালানীর অভিযোগ রয়েছে, জানা যায় ২০০১ সালে যারা সোনা চোরাচালানী হিসেবে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছিলেন তিনি তার মধ্যে অন্যতম একজন। বাংলাদেশের দুভাগ্য যে, এমন এক দেশ যে দেশের সর্ব সন্তাসীর গডফাদররা দেশের মন্ত্রী হয় এরচেয়ে দুঃখজনক আর কী হতে পারে। তাহলে দেশটি বহিঃবিশ্বে শীর্ষ দুর্নীতি আর সন্তাসে হেট্রিক কেন ত্রিফুল হেট্রিক করলেও অবাক হবার কিছুই নেই।

সর্বশেষ খবরে দেখলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হলো, সবই ঠিকঠাক শধু একজনকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সবকিছু থেকে বাদ দিয়ে। অথচো এসব মুর্খরা কেন বুঝেনা এই মানুষটিকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের কোন জাতীয় অনুষ্ঠান করা যায়না। বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অবিভাজ্য সত্তা। বাঙালির এই স্বপ্ন পুর"ষ হাজার বছরের শ্রেষ্ট বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে এই স্বাধীনতা বিরোধী বেঈমানরাই শুধু অনুষ্ঠান করতে পারে অন্য কেউ নয়। বঙ্গবন্ধু মুজিববিহীন স্বাধীনতার অনুষ্ঠান মানেই স্বাধীনতা দিবসের অবমাননা। জাতিরজনক বঙ্গবন্ধুকে যুগের পর যুগ এই ঘাতক শাসকরা দেশের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত রেখেও মানুষের হৃদয় থেকে নির্বাসন দিতে পেরেছে কি? বিশ্ব ইতিহাস থেকে মুছে নিতে পেরেছে কি? নায়ককে বাদ দিয়ে খলনায়ককে যতই প্রতিষ্টা করা হোকনা কেন তা বেশী দিন ঠিকে না, ঠিকে থাকতে পারেনা।

সদেরা সুজন. ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী

মন্ট্রিয়ল/ ২৮.৩.২০০৫